দৈনিক সংবাদ

055

তারিখ 21 JUN 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত স্থগিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনখাতে সরকারী অনুদান দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। নতুন চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নও স্থগিত রয়েছে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় এক হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী করণের কর্মসূচী ছিল। কিন্তু পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছরে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ই সরকারীকরণ হয়নি।

দেশের সাড়ে ৭ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনখাতে অনুদান দেয়ার প্রশ্নে বিভিন্ন সরকারী পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদের সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অনানুষ্ঠানিক বৈঠকেও বিষয়টি আলোচিত হয়।

এক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের জন্য ৩৮ কোটি টাকার সরকারী বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু সাড়ে ৭ হাজার স্কুলের ভেতর থেকে এক হাজার বাছাই করার কাজ এখনও হয়নি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যা রয়েছে, সবক'টি বেসরকারী স্কুলও সরকারীকরণের দাবী রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে এক হাজার স্কুল সরকারীকরণ না করে, এই খাতে বরাদ্দ অর্থ দিয়ে সবক'টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক বিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

টাকা মাসিক অনুদান হিসেবে দেয়ার প্রস্তাব উঠেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসে ৪৫০ টাকা ও সহকারী শিক্ষকরা মাসে ৩০০ টাকা করে পাবেন।

সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন শিক্ষকদের মাসিক অনুদান দেয়া হলে বেসরকারী স্কুলগুলোর অবস্থার অন্তত: কিছুটা উন্নতি হবে। বর্তমানে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোন সরকারী অনুদান বা সাহায্য পান না, এই স্কুলগুলোর জন্য কোন সরকারী মঞ্জুরিও নেই। বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রায় বিনা বেতনেই কাজ করতে হয়।

উল্লেখ্য, দেশে ৩৬ হাজার ৬৯৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৭৫০২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।